

ALL RIGHTS RESERVED © جميع حقوق الطبع محفوظة

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage and retrieval system, without the permission of the publisher.

The Renewal of Faith

By: Dr. Shafiqur Rahman

Rendered into Bangla by:

Muhammad Mukammal Haque

First Edition: April 2000

Supervised by:

ABDUL MALIK MUJAHID



Head Quarter:

P.O. Box: 22743

Riyadh-11416 KSA

Tel: 4033952/ 4043432

Bookshop Tel & Fax: 4614483

E-mail: darussalam@naseej.com.sa

Web site: darussalam@naseej.com.sa

Branches & Agents

• **Jeddah:** Tel: 6712299 Fax: 6173448

• **Al-khobar:** Tel: 8948106

• **Pakistan:** 50 Lower Mall Lahore

Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072

• **Houston, USA:** Tel: 001-713-722 0419

Fax: 001-713-722 0431

• **New York, USA:** 572, Atlantic ave, Brooklyn

New York 11217, Tel: 001-718-625 5925

• **Birmingham, U.K:** Al-Hidaayah Publishing & Distribution

436 Coventry Road, Birmingham B10 0UG

Tel: 0044-121-753 1889 Fax: 121-735 2422

• **Singapore:** Muslim Converts Association of Singapore

Singapore 424484, Tel: 440 6924, 348 8344, Fax: 440 6724

• **Sri Lanka:** Darul Kitab 6, Nimal Road, Colombo-4, Sri Lanka

Tel: 0094-1-589 038, Fax: 0094-1-699 767

• **Bangladesh:** 30 Mallola Road, Dhaka-1100

Tel: 0088-02-9557214, Fax: 0088-02-9559738

تجدید الایمان

دكتور سيد شفيق الرحمن

مترجم: محمد مكممل الحق

ঈমান নবায়ন

মূলঃ সাইয়েদ শফীকুর রহমান

বাংলা ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ মুকাম্মল হক

The Renewal of Faith

By: Dr. Syed Shafiqur Rahman

Rendered into Bangla by:

Muhammad Mukammal Haque

আমাদের প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থরাজিঃ

- ✽ বাংলা আল-কুরআনুল কারীম
- ✽ বাংলা আল-কুরআনুল কারীম ৩০তম পারা
- ✽ মুসলিম কি চার মাযহাবের এক মাযহাব মনতে বাধ্য?
- ✽ যুগস্রষ্টা সংস্কারক ইমাম ইবনে তাইমিয়া
- ✽ সত্যের তরবারী ঝলসায়
- ✽ ঈমান নবায়ন
- ✽ স্বামী-স্ত্রীর মিলন
- ✽ ইসলামী নামকরণ
- ✽ মহানবীর শাস্ত্রত পয়গাম
- ✽ সহীহ নামায ও দু'আ শিক্ষা
- ✽ সহীহ হজ্জ ও উমরাহ
- ✽ ঘৃষ : ইসলামী সংস্কারের পথে প্রধান বাধা

সূচী পত্র

১. প্রকাশকের নিবেদন	৮
২. লেখকের আরম্ভ	১০
৩. ভূমিকা	১১
৪. তাওহীদ ও তাওহীদ সম্পর্কিত প্রশ্ন-উত্তর	১৭
৫. শিরক ও শিরক সম্পর্কিত বিষয়	২১
৬. শিরকে আকবারের (বৃহৎ শিরকের) প্রকারভেদ	২৯
৭. শিরক ফীসুফাত (আল্লাহর গুণে শিরক)	৩১
৮. ইসলামে সুননের গুরুত্ব	৬৬
৯. সাহাবাগণের জ্ঞানের মর্যাদা	৭৫
১০. হাদীসের সংরক্ষণ	৭৮

প্রকাশকের নিবেদন

ঈমান নবায়ন মানে ঈমান শুদ্ধিকরণ। শুদ্ধিকরণের কাজ বহমান। ঈমান একবার আনলেই ঈমান আনা এবং ঈমানের ওপর আমল করার সকল কাজ শেষ হয়ে যায় না। সময়ের ব্যবধানে জীবনের সবকিছু যেমন নবায়ন করতে হয়, তেমনি জীবনের মূল চাবি-কাঠি ঈমানও নবায়ন করতে হয়। না করলে অনাকাঙ্ক্ষিত ময়লা, আবর্জনা ও শেওলা জীবনের চলিষু গতিপথকে বিশৃঙ্খল ও তছনছ করে ফেলে।

সাবধানী ও সতর্ক মুসলমানের জন্য ক্ষণে ক্ষণে ঈমান নবায়ন অত্যন্ত জরুরী। শিরক ও বিদ'আত নানা ছলে চুপিসারে এমনভাবে এসে বাসা বাঁধে যে সতর্ক ও তীক্ষ্ণ বী সম্পন্ন না হলে ঈমান রক্ষা করাই দায় হয়ে পড়ে। বক্ষমান গ্রন্থে শিরক ও বিদআতমুক্ত শুদ্ধ ঈমানের বিষয়ে পূঙ্খানুপূঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যৌক্তিক এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক।

ঈমানকে দূরন্ত করতে হয়, তাজা করতে হয়- এ ধরনের কথা আমরা অনেক শুনেছি, কিন্তু বক্ষমান গ্রন্থে গ্রন্থকার ঈমান শুদ্ধিকরণ বা পুনর্গঠনের যে নকশা এঁকেছেন তা অবশ্যই নতুনত্বের দাবিদার। ঈমানহীন আমল আর আমলহীন ঈমান একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এ মুদ্রাকেই লেখক অচল সিকি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ঈমানের ঝক-ঝকে, তক-তকে নতুন মুদ্রার আমদানি করেছেন। যা উদ্যম নিয়ে আমাদের চালু করতে হবে এবং সুরভিত ঈমানে বলীয়ান হতে হবে।

অনুবাদক জনাব মুকাম্মাল হক, পৃষ্ঠপোষক জনাব মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সম্পাদক জনাব মাহবুবুল হক, মলাট শিল্পী জনাব আবদুল হামীদ ও বর্ণবিন্যাসকারী জনাব আসাদুল্লাহুসহ যারা এ গ্রন্থ প্রকাশনায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা এখন পঞ্চশীর্ষতম, যুক্তরাজ্যে দ্বিতীয় শীর্ষতম এবং সৌদি আরবে চতুর্থ শীর্ষতম স্থানে। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য এ আমাদের চতুর্থ উপহার। আশা করি অন্যান্য গ্রন্থের মত এ গ্রন্থও তাঁরা সাদরে গ্রহণ করবেন।

জীবিকার প্রয়োজনে আজ যেমন ইংরেজী ও আরবী ভাষা শিখতে হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে পেশাজীবীদের বাংলাভাষাও ব্যাপকভাবে শিখতে হবে। বাংলা ভাষা-ভাষীদের সম্মান ও মর্যাদা তখন অত্যাচ্চে পৌছে যাবে। আমরা আনন্দঘন সে দিনটির জন্য অতি আগ্রহে শুধু অপেক্ষাই করছি, কাজও করছি। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের উত্তম কাজগুলো কবুল করুন।

রিয়াদঃ এপ্রিল, ২০০০

আবদুল মালিক মুজাহিদ
জেনারেল ম্যানেজার

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমরা আমাদের কুকর্ম ও আত্মার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ যাকে হিদায়েত করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সার্বক্ষণিক শ্রোতা এবং জ্ঞাতা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইছি।

তিনি ঐ আল্লাহ যিনি নিজ রাসূল (সাঃ)-কে হিদায়েত ও সত্য দ্বীন দিয়ে এই মর্মে প্রেরণ করেছেন যে, আল্লাহ সত্য দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন, যদিও মুশরিকরা সত্যের জয়কে অপছন্দ করে।

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি সত্যের জয়ের সুনিশ্চিত শুভ সংবাদ প্রদান করছে। কিন্তু হকপন্থীদেরকে যদি জড়তা, অলসতা গ্রাস করে ফেলে তাহলে বাতিল প্রকাশের সুযোগ পাবে এবং সত্যের উপর জয়ী হয়ে যাবে। সুতরাং মু'মিনগণ যেন নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের পরিস্থিতি তখন সৃষ্টি হবে যখন আমাদের সমাজ থেকে বাতিল শক্তি বিদায় নিবে। আর যে ব্যক্তি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার মত জ্ঞানার্জন করেছে, সে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলেও সত্যকে বর্জন করা সহ্য করবে না।

এই প্রচেষ্টার সূচনা দ্বীন শিক্ষার মাধ্যমে হবে। মুসলিম যদি দ্বীন শিক্ষা না করে তাহলে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না এবং তাদের দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠিতও হবে না। দ্বীন শিক্ষায় তাওত থেকে সতর্ক থাকা ঈমানী চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তাওহীদ ও সুন্নাতের শিক্ষার সাথে সাথে শিরক-বিদআতকে জেনে রাখা প্রয়োজন, যাতে তা থেকে বিরত থাকতে পারে।

আমি আমার সমাজের অবস্থার প্রেক্ষিতে তাওহীদ এবং শিরকের মধ্যে আপসহীন পার্থক্য করার স্বল্প প্রয়াস চালিয়েছি। আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে তাওহীদ ও সুন্নাতের দলিলভিত্তিক শিক্ষা দান করেন এবং যারা তাতে অপব্যখ্যা করে তাদের সমুচিত জওয়াব দেয়ার তৌফিক দেন। আমীন!

সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালকের। আল্লাহর রাসূলের ওপর শতকোটি দরুদ ও সালাম।

আমার সম্মানিত দ্বীনী ভ্রাতাগণ, একত্ববাদ ও সুন্নাতের দাওয়াত সারা বিশ্বে পৌছিয়ে দেয়া ডঃ শফীকুর রহমানের জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি দিবা-রাত্রি শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে "তাজদীদে ঈমান" অর্থাৎ ঈমান নবায়ন পুস্তিকাটি তার উত্তম দৃষ্টান্ত।

কতিপয় মানুষ নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তাধারার মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের শব্দে-অর্থে বিকৃতি ঘটানোর সাথে সাথে মিথ্যা মনগড়া এবং দুর্বল হাদীস বর্ণনা করে থাকে। সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত বিষয়ে কিছু বর্ণনা বা যাচাই করার উদ্দেশ্যে আলোকপাত করছি যা যাচাই না করা হলে সাধারণ মানুষের ভ্রান্তির জালে পতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে :

১। হাদীস " ... من صلى على عند قبري سمعت ... "

অর্থ: "যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে আমার ওপর দরুদ পাঠ করে আমি তা শ্রবণ করি।" (শোআবুল ঈমান ২, খন্ড : পৃ : ২১৮) "হানাফী বেহেশ্তী যেওয়ার : আলেম ফকীরী বেরেলভী : পৃ: ৪৯০"

পর্যালোচনা: এই হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান আসুসাদী। (সিয়ামুল এ'তেদাল, বাইহাকী ইত্যাদি) আব্দুল্লাহ বিন নুমায়ের ও জাবীর বিন আব্দুল হামীদ, তাকে (মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আসুসাদীকে) মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইমাম সালেহ জাযরাহ বলেছেন : উক্ত বর্ণনাকারী দুর্বল ছিল এবং হাদীস তৈরী করে বলত, (তাহযীত তাহযীব - ৯ খন্ড, পৃ: ৩৮৭) হাফেয বুরহানুদ্দীন আল-জালালী উক্ত বর্ণনাকারীকে (আল-কাশফুল হাদীস আম্মান রুমোয়া বে-অয্বিল্ হাদীস) গ্রন্থে ৪০৪ পৃ: উল্লেখ করেছেন।

কতিপয় মানুষ আবু শায়েখ আল-আসফাহানী (রহঃ)-এর গ্রন্থ তাস্কীনুসসোদুর, ৩২৬-৩২৭ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসের সনদ (বর্ণনাসূত্র) খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু এটিও বাতিল রিওয়াত। কেননা এই বর্ণনাসূত্রে আবু

শায়েখের উস্তাদ আব্দুর রহমান বিন আহমাদ আল-আ'রাজ-এর সততা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। (আইনায়ে তাসকীনুসসোদুর - ১১৩ পৃঃ)

তাছাড়া উক্ত উভয় সনদে আল-আমাশ বর্ণনাকারী রয়েছে যে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে মুদাল্লিস (অর্থাৎ যে বর্ণনাকারী হাদীসেব পরম্পরায় আপত্তিকর উস্তাদের নাম ছেড়ে দিয়ে হাদীস বর্ণনা করে থাকে) (আইনায়ে তাসকীনুসসোদুর ১২১ পৃঃ) মুদাল্লিস রাবীর (বর্ণনাকারীর) 'আন্' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হাদীস :

অর্থাৎ সে বলে আমি অমুক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছি, তাহলে তার বর্ণনাকৃত হাদীস দুর্বল বলে বিবেচিত হবে। কিতাবুর রিসালাহ, ইমাম শাফেয়ী খাযায়েনুস সুনানঃ ১ম পৃঃ, পয়গম্বারে খোদা, ৩২২ পৃঃ ফাতওয়া রিয়কিয়াহ্ ৫ম খন্ড : ২৪৫-২৬৬পৃঃ

২। হাদীসঃ "اختلاف أمّتي رحمة" الجامع الصغير

অর্থঃ "আমার উম্মতের ইখতেলাফ রহমত" (আল-জামে-উসসাগীর) ইত্যাদি।

পর্যালোচনাঃ আমাদের জ্ঞান মুতাবিক ঐ হাদীসের প্রমাণ কোন গ্রন্থে নেই। আব্দুল্লাহ সুবুকী বলেন : উক্ত কথাটির কোন সহীহ অথবা দুর্বল সনদ (বর্ণনাসূত্র) অথবা মনগড়া সনদও পাইনি। (ফাইয়ুল কাদীর আল-মানাবী) ইবনে হায্ম বলেন : উক্ত রিওয়াতটি (বর্ণনাটি) বাতিল এবং মিথ্যা।

৩। হাদীসঃ "لولاك لما خلقت الأفلاك"

অর্থঃ যদি আপনি (নবী) না হতেন তাহলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না। (মাওযুআতে সানআনী)

পর্যালোচনাঃ আমার জানা মতে এ হাদীসেরও কোন সনদ বা প্রমাণ-পত্র নেই। সৈমান সানআনী এ হাদীসকে মাওযু অর্থাৎ মনগড়া বলে অবহিত করেছেন। ইমাম দাইলামীর গ্রন্থ "কিতাবুল ফিরদাউস" (গুনজীনায়ে মাওযুআত) গ্রন্থেও জাওযী এবং সুযুতী উভয়ে মাওযু (মনগড়া) বলেছেন।

৪। হাদীসঃ "يا سارية الجبل" (الإصابة في تمييز الصحابة)

অর্থঃ হে মুজাহিদের দল পাহাড়ের দিকে দেখো। (আল-ইসাযা ফী-তামুঈযীস সাহাবা)

পর্যালোচনাঃ এই বর্ণনার পরম্পরায় মূল বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন আজলান হচ্ছে মুদাল্লিস (ভাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, ইবনে হাজর ইত্যাদি) উক্ত বর্ণনাকারী 'আন্' শব্দ-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছে। এই বর্ণনার সমর্থনে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই দুর্বল। বিস্তারিত জানার জন্য (কবর পরস্তু এক হাকীকত পসন্দানা জায়েযাহ্, ৫৫ পৃঃ) দেখুন।

৫। হাদীসঃ "الأبدال يكونون بالشام" أحمد

অর্থ, "আব্দালগণ শাম দেশে আবিস্তৃত হবেন।"

পর্যালোচনাঃ এ হাদীসের বর্ণনাসূত্র মুনকাতা অর্থাৎ বর্ণনাসূত্রের ধারাবাহিকতা ছিল হওয়ার জন্য হাদীসটি দুর্বল। (মুসনাদে আহমাদ, তাহকীক আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, ২য় খন্ডঃ ১৭১ পৃঃ) উক্ত হাদীসের পরম্পরায় গুরাইহ বিন উবাইদের আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করার কথা বলা হয়েছে, অথচ গুরাইহের আলী (রাঃ) সাথে সাক্ষাত হওয়ার কোন প্রমাণ নেই।

৬। হাদীসঃ

"يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك" (زرقاني، نشر الطيب وغيره)

অর্থ, হে জাবের আব্দুল্লাহ সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। (যুরকানী, নাশরুত তাইয়েব ইত্যাদি)

পর্যালোচনাঃ এই বর্ণনা, (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক) এবং "তায়সীরে আব্দুর রায্যাক কোনটিতে উল্লেখ নেই। অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও তার কোন বর্ণনাসূত্র পাওয়া যায়নি। আর এ রেওয়াতটি সহীহ রেওয়াতের (বর্ণনার) বিপরীত। ডঃ আবু জাবের আব্দুল্লাহ দামানুবী-এর পুস্তক (আকীদাতু নূরিন্ মিন নূরিল্লাহ্ কী শারয়ী হাইসীয়াত, কুরআন অ-হাদীস কী রোশনী-মেঃ ৪০-৪৮ পৃঃ) দেখুন। শীয়াদের মূল গ্রন্থঃ (কাফী ১ম খন্ড, ৪৪২ পৃঃ) একই অর্থে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, আবু জাফর (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আল-হুসাইন আল-বাকের)-এর বরাত দিয়ে নকল করা হয়েছে। কিন্তু এই সনদ (বর্ণনাসূত্র) আহলে সুন্নাত এবং শীয়াহ উভয়ের

নিকট জাল বলে পরিগণিত। এই বর্ণনাসূত্রে মুহাম্মাদ বিন সেনান এবং জাবের আল-জো-ফী ব্যতীত আল-মুফায্য়াল বিন সালেহু (আবু জামীলাহ আল-আসাদী) রয়েছে, যাকে ইবনে আল-ফযায়েরী (শীয়া) সহ আরো অনেকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং হাদীস বানাতো বলে অবহিত করেছে। (তানকীহুল্ মাকাল - লিল্ মা মাকানী, আর-রাফেযী : ৩-খন্ড, ২৩৭-২৩৮ পৃঃ) বরং হাশেম মারুফ (রাফেযী-শীয়া) লেখেছে যে (আহুওয়ালুর রিজাল, বিষয়ক লেখকগণ সর্বসম্মতিক্রমে বলেছেনঃ সে (আবু জামীলাহ আল-আসাদী) মিথ্যাবাদী, হাদীস তৈরী করে বলত। (আল-মাওযুআতঃ ২৩০, বে-হেওয়ালারে রেজালিশ্ শীয়াহ ফীল-মীযান, ১১৭পৃঃ আল-কুয়েত) আস্মায়ে রেজাল (পরম্পরা) বিষয়ক শীয়াহ লেখকগণও একমত পোষণ করেছে যে সে মিথ্যাবাদী এবং হাদীস তৈরী করে বলত।

৭। হাদীস : নবী (সঃ)-এর কবর থেকে সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের আযান শ্রবণ। (সুনানে দারেমী - ১ম খন্ডঃ ৪৪ পৃঃ)

পর্যালোচনা : এই বর্ণনার একজন রাবী সাইদ বিন আব্দুল আযীয গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তিনি শেষ জীবনে স্মৃতিশক্তি বিলুপ্তির শিকার হয়েছিলেন। (“তায়ীব, তাকরীর, কুতুবুর রেজাল আল-আম্মাহ্,” “কুতুবুল মুখতালেতীন” আত্-তালখীসুল হুবায়েরঃ ১৮০ পৃঃ) মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ, সাঈদ বিন আব্দুল আযীযের স্মৃতি শক্তি বিলুপ্তির পূর্বে তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন এর কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয় কথা হলো : সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব এর আযান শ্রবণের ঘটনা কোন বর্ণনাসূত্র থেকে জানা গিয়েছে সাঈদ বিন আব্দুল আযীয তা সুস্পষ্ট করে কিছু বলেননি।

৮। হাদীসঃ আবুল জাওয়াআ একটি কিসসা (গল্প) বর্ণনা করেছে যে উম্মুল জননী আয়েশা (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর কবরের ছাদের উপর চেরাগদানী রাখার আদেশ দিলে তা করা হলে অতিবৃষ্টি হয়.....। (সুনানে দারেমী ১ম খন্ড, ৪৩-৪৪ পৃঃ)

পর্যালোচনাঃ এই বর্ণনার বর্ণনাকারী আমর বিন মালেককে কতিপয় গবেষক গ্রহণযোগ্য বলেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীব, ১ম খন্ডঃ ৩৩৬ পৃঃ)। তাছাড়া আয়েশা (রাঃ) সাথে আবুল-জাওয়াআর সাক্ষাতের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এই বর্ণনায় আমর বিন মালেক উল্লেখ করেননি যে, কার মাধ্যমে বর্ণনাটি জানা গিয়েছে। এরকম

সন্দেহযুক্ত এবং ছিন্ন পরম্পরার বর্ণনাব ওপর ভিত্তি করে কবর পূজার ভিত্তিস্থাপন করা অতি ঘৃণিত কাজ, আল্লাহ আমাদেরকে এ কাজ করা থেকে বাঁচান।

৯। হাদীসঃ একটি বর্ণনার সার কথা হচ্ছে যে আদম আলাই হিসসালাম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসীলায় (মাধ্যমে) দু'আ করেছিলেন। (মুস্তাদরিক, হাকেম, ২য় খন্ড, ৬১৮ পৃঃ)

পর্যালোচনাঃ হাফেয যাহাবী (রহঃ) এই বর্ণনাকে মনগড়া এবং বাতিল বলেছেন। (মীযান ইত্যাদি) এই বর্ণনার জনৈক রাবী আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আস্লাম সম্পর্কে ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন :

" روى عن أبيه أحاديث موضوعة "

অর্থঃ সে তার পিতা থেকে অনেক মনগড়া হাদীস বর্ণনা করেছে। আল-মাদখাল-ইলাস্ সাহীহঃ ১৫৪ পৃঃ) তার (আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলামের) ছাত্র আব্দুল্লাহ বিন সালাম অজ্ঞাত, অপরিচিত অথবা অপবাদের শিকার। (আল্-মু'জামুস সাগীর) গ্রন্থে অজ্ঞাত, অপরিচিত রাবীদের সাথে আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলামের অন্য বর্ণনা রয়েছে। যা দ্বারা তার বর্ণনাকৃত হাদীস মনগড়া বলে ধরা পড়ে। (মাজমাআ' - যাওয়ায়েদ, ৮ম খন্ডঃ ২৫৩ পৃঃ ইত্যাদি)

আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে কিতাব ও সুনাত-এর ওপর দৃঢ় রাখেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা করে, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা ছিন্ন করে, আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে এবং আল্লাহর জন্য দান বন্ধ কবে, তার মত আমাদের পরিণাম দান করেন। (আমীন)

কেবল পৌঁছিয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব।

আবু তাহির হাফেয যুবায়ের আলী

যি-হাযর ওয়াটাক

তাওহীদ ও তাওহীদ সম্পর্কিত প্রশ্ন-উত্তর

১। প্রশ্ন : তাওহীদ বলতে কি বুঝায়?

উঃ আল্লাহর সত্তায়, গুণে এবং তাঁর অধিকারে তাঁকে একক, অদ্বিতীয় এবং সাদৃশ্যহীন মনে করার নাম তাওহীদ।

২। প্রশ্ন : তাওহীদ রবুবীয়াত বলতে কি বুঝায় ?

উঃ আল্লাহকে সমগ্র নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও রূযীদাতা মনে করা এবং সমস্ত কিছুর একমাত্র মহাব্যবস্থাপক বলে বিশ্বাস স্থাপন করার নাম তাওহীদে রবুবীয়াহ। মক্কার মুশরিকরা এ প্রকার তাওহীদকে মানতো বা বিশ্বাস করত। আল্লাহ বলেন :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ النَّفْسَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَكْفُرُونَ
اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

অর্থঃ (হে নবী) আপনি জিজ্ঞাসা করুন কে রূযীদান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করে? কে করে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে ওঠবেঃ আল্লাহ! তখন আপনি বলুন : তারপরও ভয় করছনা?

তাওহীদে রবুবীয়াহর অস্বীকারকারীকে তো নাস্তিক বলা হয়। মক্কার মুশরিকরা তাওহীদে রবুবীয়াহকে স্বীকার করেও (আল্লাহর কাছে) মুশরিক বলে বিবেচিত। এ কথাটি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

৩। প্রশ্ন : তাওহীদে উলূহীয়াহ কাকে বলে?

উঃ আল্লাহই কেবল ইবাদতের যোগ্য, একতার ওপর প্রত্যয় স্থাপনের নাম তাওহীদে উলূহীয়াহ। আল্লাহ বলেনঃ

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝



অর্থ, “তোমাদের উপাস্য, একমাত্র উপাস্য তিনি দয়ালু করুণাময় একমাত্র উপাস্য।”

“ইলাহ” একটি অর্থবহুল শব্দ। ইলাহ শব্দের মধ্যে যে গুণ এবং বিশেষত পাওয়া যায় একটি শব্দ দ্বারা তার ভাব প্রকাশ করা যায় না।

“ইলাহ” ঐ সত্তাকে বলা হয়, যিনি সর্ব প্রকার ইবাদত অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ কুরবানী, দুআ, নযর-নিয়াযের হকদার। যিনি সমস্যার সমাধানকারী, হাজত পূরণকারী, তাঁরই নিকট ফরিয়াদ এবং সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। যিনি অদ্বিতীয়, চিরঞ্জীব, সাদৃশ্যহীন। পৃথিবীর কোন বস্তু তার নিকট গোপন নেই। মানুষ যেখানে থাকুক বা অবস্থান করুক যিনি সর্বস্থান ও কালে মানুষের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। যিনি অন্তরের খবর জানেন। যিনি সকল বস্তুর ওপর শক্তিশালী। যিনি অক্ষম নন এবং কারোর সামনে বাধ্য নন। যিনি অমুখাপেক্ষী, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী। “ইলাহ” শব্দের মধ্যে তাওহীদের সকল দিক এমনভাবে বেষ্টিত হয়েছে যে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বলার পর অতিরিক্ত আব কিছু বলার অবকাশ থাকে না। তাওহীদের পূর্ণ বর্ণনা হচ্ছে “ইলাহ” শব্দের ব্যাখ্যা। আর এটি তাওহীদ যা মক্কার মুশরিক থেকে আরম্ভ করে সকল যুগের মুশরিকরা মানতে অস্বীকার করে।

৪। প্রশ্ন : তাওহীদুল আস্মা উস্‌সিফাত বলতে কি বুঝায় ?

উঃ “ইলাহ” শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি প্রত্যয় স্থাপন করার সাথে সাথে আল্লাহ কুরআনে নিজেকে যে গুণে গুণাঙ্কিত করেছেন সেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করা। যেমন আল্লাহ আরশের উপর আছেন। (তা-হাঃ ৫) আল্লাহ মুসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন। (তা-হাঃ ১৪) আল্লাহ আদম (আঃ)-কে নিজ হাতে তৈরী করেছেন। (সূরা সাদঃ ৭৫) অথবা ঐ সকল গুণের স্বীকৃতি প্রদান করা যেগুলো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অর্থাৎ সর্বনিম্ন আকাশে অবতরণ করেন। (মুসলিম) এ সমস্ত গুণরাজী এমন পূর্ণতায় পৌঁছে আছে যে তা কেবল আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। বান্দার কোন গুণকে আল্লাহর গুণের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা বৈধ নয়। কেননা বান্দা আল্লাহর গুণের রূপ রা তা কি বকম তা জানতে অক্ষম। আল্লাহ বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

অর্থ, আল্লাহর সাদৃশ্যে কোন বস্তু নেই। (শূরা : ১১)

আল্লাহর গুণে কোন রকম অপব্যাখ্যা, রূপ সাদৃশ্য এবং বিলুপ্তি না ঘটিয়ে তার হাকীকতের উপর ঈমান আনয়ন করার নাম তাওহীদুল আস্মা উস্‌সিফাত।

তা'বীল: কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের প্রকাশ্য অর্থকে বাতিল অর্থে পরিবর্তন করাকে তা'বীল বলা হয়। যেমনঃ আল্লাহ আরশের উপর আছেন একথাকে পরিবর্তন করে বলা যে আল্লাহ আরশের উপর জয়ী আছেন। এ ধরনের তা'বীল করা অবৈধ।

কাইফীয়াত: (রূপ) আল্লাহর গুণের রূপ বা ধরণ বর্ণনা করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহর গুণেব ধরন বা রূপ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। যেমনঃ (আল্লাহর হাত আছে, তবে তা কি বকম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না)

তামসীল: এর অর্থ এই যে, সৃষ্টির গুণকে স্রষ্টার (আল্লাহর) গুণের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা। যেমনঃ পৃথিবীর আকাশে আল্লাহর অবতরণকে আমাদের অবতরণের মত মনে করা। এ রূপ মনে করা হারাম।

তা'তীল: আল্লাহর গুণরাজীকে অস্বীকার করাকে তা'তীল বলা হয়। যেমনঃ আল্লাহ আরশের উপর আছেন, এ বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে আল্লাহ সর্বস্থানে উপস্থিত আছেন এ ধারণা পোষণ করা। আর এ ধারণা ভ্রান্ত।

আল্লাহব গুণরাজীর অপব্যাখ্যা, সাদৃশ্য স্থাপন না করে তার রকম বা ধরনের ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। নিঃসন্দেহে এটি সাল্‌ফে সালেহীন অর্থাৎ সাহাবা (রাঃ), তাবেরীন, তাবা-তাবেয়ীন, তথা ইমামগণেব পথ, আর এটিই সত্য পথ।

৫। প্রশ্ন : নবীগণকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য কি ?

উঃ আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَتَا
فَاعْبُدُونِ ۝

অর্থ, আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। (আল-আমিয়া : ২৫)

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা জানা গেল যে মানুষকে তাওহীদের প্রতি আহবান এবং তারা যেন এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর ইবাদত না করে, কেবল এই উদ্দেশ্যে নবীগণকে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। প্রশ্নঃ প্রবীন সূফীদের নিকট তাওহীদের তাৎপর্য হলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুই অস্তিত্বকে স্বীকার করা। বরং সৃষ্টি জগতকে আল্লাহর গুণের বহিঃপ্রকাশ মনে করা পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ আল্লাহর অংশ মনে করা। তাহলে কি আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুই অস্তিত্বকে স্বীকার করা শিরক?

উঃ তাওহীদের ক্ষেত্রে সূফীদের ধারণা নিছক মনগড়া। বরং সমস্ত সৃষ্টি জগত আল্লাহ তা'আলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা সৃষ্টির মধ্যে ভালো-মন্দ পবিত্র-অপবিত্র, একত্ববাদী-মুশরিক, মু'মিন-কাফের সবই অন্তর্ভুক্ত। সেহেতু সৃষ্টি জগতকে আল্লাহর ছায়া (তার অংশ) মনে করা গুমরাহি এবং বড় শিরক। আল্লাহ বলেন :

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادَةٍ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾

অর্থ, তারা বান্দাগণের মধ্য হতে কতিপয় বান্দাকে আল্লাহর অংশ বানিয়ে নিয়েছে; নিশ্চয় এ ধরনের মানুষ প্রকাশ্য কাফের। (যুহুরূফ : ১৫)

সুতরাং সূফীদের উক্ত ধারণা মুতাবিক "অর্থাৎ সৃষ্টি জগতকে আল্লাহর গুণের বহিঃপ্রকাশ অথবা তার ছায়া মনে করা" মু'মিন-কাফের জান্নাত-জাহান্নাম, ফেরেশতা-শয়তান, সকলের হাকীকত এক হয়ে আল্লাহর গুণের বহিঃপ্রকাশ এবং তার প্রতিচ্ছবি হয়ে যাচ্ছে। (নাউয়িবুল্লাহ মিন যালেক)

৭। প্রশ্নঃ ইসলামী দাওয়াতের সঠিক ফলপ্রসূ পথ কি?

উঃ ইসলামী দাওয়াতের সঠিক ফলপ্রসূ পথ হচ্ছে তাওহীদ প্রচারের মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করা। মানুষের সামনে তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য তুলে ধরা।

যে মুবাল্লিগগণ (প্রচারকগণ) তাওহীদের দাওয়াতকে সমস্যা জ্ঞান করে মানুষের আকীদা শুদ্ধিকরণের দিকটি গুরুত্ব না দিয়ে কেবল নামায, রোযা, জিহাদ এবং চরিত্র গঠনের দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাদের এই পথ নবীগণের সুনাত বা পথ বিরোধী। এর কারণে ইসলামী দাওয়াত সঠিক ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। এই জন্য নবী (সঃ) মুআয বিন জাবালকে (রাঃ) ইয়েমানে প্রেরণকালে ইরশাদ করেছিলেনঃ সর্বপ্রথম মানুষকে যে জিনিষের প্রতি ডাক দিবে সেটি হবে কালেমায়ে শাহাদাতের ডাক, অর্থাৎ তাওহীদের ডাক। (বুখারী)

৮। তাওহীদ গ্রহণে কি লাভ?

উঃ আল্লাহর ঘোষণাঃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٧﴾

অর্থ, "যারা ঈমান আনে এবং নিজ ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্য শান্তি এবং তারা ই সুপথগামী।"

(সূরা আন-আমঃ ৮২)

নবী (সাঃ) বলেছেনঃ উক্ত আয়াতের "মুসলিম" শব্দের অর্থ শিরক (বুখারী, মুসলিম) রাসূল (সাঃ) এও বলেছেনঃ বান্দা আল্লাহর সাথে শিরক না করলে তাকে আল্লাহর আযাব না দেয়া, এটি আল্লাহর প্রতি বান্দার হক। (বুখারী, মুসলিম) এখান থেকে একথা উপলব্ধি করতে পারি যে নিখাদ তাওহীদের স্বীকারোক্তি, জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তিলাভ এবং দুনিয়ার নিরাপত্তার একমাত্র মাধ্যম।

শিরক ও শিরক সম্পর্কিত বিষয়

১। প্রশ্নঃ সবচেয়ে বড় গুনাহ কি?

উঃ রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার সাথে আর কাউকে অংশীদার স্থাপন করা সবচেয়ে বড় গুনাহ। (বুখারী - মুসলিম)